দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 APR 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

সার্ক তথ্যমন্ত্রী সম্মেলনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী

আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য তথ্যের অবাধ আদান-প্রদান জরুরি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য তথ্যের অবাধ আদান-প্রদান অত্যন্ত জরুরি। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, পর্যটন, সংস্কৃতি এবং এধরনের অনেক ক্ষেত্রে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সার্কভুক্ত ৭টি দেশ আরো উন্নতি লাভ করতে পারে। তিনি বলেন, নিরবচ্ছিন্ন তথ্য বিনিময় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই অঞ্চলের প্রায় ১শ' ২০ কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান আরো উন্নত করা সম্ভব।

গতকাল শনিবার সকালে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তথ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সার্ক তথ্যমন্ত্রীদের দু'দিনব্যাপী প্রথম সম্মেলনের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো বক্তব্য রাখেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, সার্ক মহাসচিব নাঈম ইউ, হাসান এবং শ্রীলংকার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যমন্ত্রী মঙ্গলা সামারওয়েরা। সম্মেলনে ভারতের তথ্যমন্ত্রী সুষমা সরাজ, নেপালের যোগাযোগমন্ত্রী মহানৃত ঠাকুর, পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী মুশাহিদ হুসাইন এবং মালদ্বীপের মাইজান আহমেদ মালিকসহ দেশের সুধী সমাজ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে বলেন, সার্ক অঞ্চলের জনগণের বৃহত্তর কল্যাণে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের সর্বোত্তম ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। সার্কের বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বিনিময় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

তিনি বলেন, সম্ভাবনাময় দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিনিয়োগ পরিবেশ ও পর্যটন শিল্প বিশ্বের ন্যান্য অঞ্চলের মানুষের কাছে সুপরিচিত করে তোলার জন্য সার্ক স্যাটেলাইট স্থাপনের মাধ্যমে সার্ক টেলিভিশন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পদক্ষেপ আপনারা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব হলে বিশ্বের সর্বাধুনিক তথ্য- প্রযুক্তি দক্ষিণ এশিয়াকে আর্থ-সামাজিকভাবে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চলের শান্তি, প্রগতি ও সহযোগিতার আকাঙ্খা আমাদের সবারই। এজন্য সার্ক দেশগুলোর ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সার্ক দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংহত প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে কাঙ্খিত ফল বয়ে আনতে পারে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সার্ক দেশগুলো তথ্য বিনিময় করে পারস্পরিক স্বার্থে তার সদ্ব্যবহার করতে পারে। সার্ক দেশগুলো এক্ষেত্রে নিজ নিজ দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে অনায়াসে কাজে লাগাতে পারে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী সার্ক মিডিয়া প্রডাকশন কেন্দ্র, সার্ক তথ্য কেন্দ্র, সার্ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সার্ক মিডিয়া উন্নয়ন ফান্ড গঠনের কথা বিবেচনা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমি আশা করি, সম্মেলনে এসব বিষয় গুরুত্বের সাথে আলোচনা হবে এবং কিভাবে এগুলো বাস্তবায়ন তথ্যমন্ত্রী ঃ পৃঃ ৭ কঃ ১

তথ্যমন্ত্রী ঃ সম্মেলন উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা যায় তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে। শেখ হাসিনা বলেন, একবিংশ শতাব্দীর নতুন তথ্য-প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদেরকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকলকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর সাথে এদেশের সবসময়ই ঘনিষ্ঠ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রয়েছে। আমরা সবাই এ অঞ্চলের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন ও স্থায়ী শান্তিতে বিশ্বাসী। ধর্ম বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠীনির্বিশেষে সকল দেশের প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের হাত সবসময়ই প্রসারিত।

প্রধানমন্ত্রী গতবছর যে মাসে মালেতে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের উল্লেখ করে বলেন, আমি ওই সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলাম।

আমার বক্তব্যে মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, স্থায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ, শিল্প-কারখানা থেকে শিশুশ্রম দূর করা, সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বিমান যোগাযোগ চালু করা, শিশু ও মহিলা পাচার রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতা সৃষ্টি ইত্যাদির জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করেছিলাম। আমার এসকল প্রস্তাব সার্ক ঘোষণা ও অন্যান্য দলিলপত্রে পর্যাপ্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সার্কের নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্মিলিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারী ও শিশু উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং শান্তির জন্য অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী সার্কের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উন্নতি ও প্রগতির স্বচ্ছ দিক হচ্ছে অতীত কর্মকান্ডের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ। এর মধ্য দিয়ে আমরা সহযোগিতার দিগন্তকে আরো সম্প্রসারিত করতে চাই। নতুন নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে চাই। তিনি বলেন, সুকঠিন হিমালয় থেকে শুরু করে নদীবিধৌত পলল সমভূমি ও সাগরবেষ্টিত দ্বীপমালা পর্যন্ত বিস্তৃত সার্ক অঞ্চলের রয়েছে বিপুল সম্পদ। আমরা যদি এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে জনস্বার্থে ব্যবহার করতে পারি তাহলে সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে আমরা সহজেই অতিক্রম করতে পারবো। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী সার্ক তথ্যমন্ত্রীদের প্রথম সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

স্বাগত ভাষণে তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বলেন, বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করছে। এদেশের আকাশ এখন মুক্ত। জনগণ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিদেশী টিভি অনুষ্ঠান দেখতে পারছে এবং কম্পিউটার গ্রাহকরা ইন্টারনেট সংযোগ নিতে সক্ষম হবে।

তিনি বলেন, সরকার বেসরকারি খাতে বেতার ও টেলিভিশনের চ্যানেল ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়া সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের ইচ্ছা সরকারের রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, সার্ক দেশসমূহের বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং একতাবদ্ধ প্রচেষ্টাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য মিডিয়া সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সার্ক মহাসচিব নাঈম ইউ হাসান তার সূচনা বক্তব্যে ঢাকায় আয়োজিত প্রথম সার্ক তথ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে আগতদের এবং আয়োজক দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি সমস্যায় আক্রান্ত। নাগরিকদের নিরাপ ভবিষ্যতের জন্য এসব ক্ষেত্রে আমাদে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে সা দেশসমূহের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি এ মিডিয়া সংস্থাগুলো জটিল চ্যালে মোকাবেলায় নতুন দিকনির্দেশনা দি পারে।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সা তথ্যমন্ত্রীদের এই সম্মেলন তথ্য খা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে 'ব্লুপ্রি প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে। তি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ সার্ক ত মন্ত্রীদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত ঃ প সার্ক তথ্যমন্ত্রীদের কর্ম অধিবেশন হো শেরাটনে তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আ সাইয়িদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হ অধিবেশনে সার্ক দেশের তথ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দেশের পক্ষে বক্ত উপস্থাপন করেন। এ অধিবেশনের শুরুতে তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদকে সার্ক তথ্যমন্ত্রীদের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়। এছাড়া ঢাকা ঘোষণা চূড়ান্ত করার জন্য তথ্য সচিব আকমল হোসেনকে প্রধান করে একটি খস কমিটি গঠন করা হয়। আজ রোব হোটেল শেরাটনে এক সাংবা সম্মেলনে 'ঢাকা ঘোষণা' আনুষ্ঠানিকভা ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঃ সার্ক তথ্যমন্ত্রিগণ গতকাল শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষা করেন। সার্ক তথ্যমন্ত্রিগণ সার্কের বিভি বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিম করেন। ভারতের তথ্যমন্ত্রী সুষমা সরাজ পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী মুশাহিদ হুসাইন সার্ক মহাসচিব নাঈম ইউ হাসান নেপালের কম্যুনিকেশন মন্ত্রী মহান ঠাকুর, শ্রীলংকার ডাক, টেলিযোগাযো তথ্যমন্ত্রী মঙ্গলা সামারাওয়েরা মালদ্বীপের মাইজান আহমেদ ম ছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধু তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু উপস্থিত ছিলেন।